১১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.১৮.০১৬.২০১৯-২৭৭ তারিখ: ০৯/০৫/২০২১ খ্রি:

বিষয়: নারী উন্নয়ন ফোরাম পরিচালন বিষয়ক গাইডলাইন (নির্দেশিকা)।

সূত্র: ইএএলজি প্রকল্পের স্মারক নং-২১৮, তারিখ: ২৯/০৩/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা) সামগ্রিক কার্যক্রমে নারী জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, পরিষদের সামগ্রিক কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও নারীবান্ধব করা, প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা এবং পরিষদে নারীবান্ধব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত (২০১২-১৭) পূর্ববর্তী উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি) এবং ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউপিজিপি) প্রকল্পদ্বয়ের সহায়তায় নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়। ইউএনডিপি'র (UNDP) সহায়তায় পূর্ববর্তী এলজিএসপি-এলআইসি প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে নারী উন্নয়ন ফোরামকে ইউজেডজিপি ও ইউপিজিপি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী আরো বিস্তৃত করা হয়েছে।

২। ২০১৩ সালে উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি) এর সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক নারী উন্নয়ন ফোরাম সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন অনুমোদিত হয়। উক্ত গাইডলাইনের আলোকে সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, নারী জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা নারীবান্ধব প্রকল্প গ্রহণ ও ফোরামকে স্থায়ীত্বদানের অংশ হিসাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গত ৩১ মে ২০১৫ "উপজেলা পরিষদের বাৎসরিক বাজেটের ৩ শতাংশ পর্যন্ত নারী উন্নয়ন ফোরাম এর জন্য বরাদ্দ প্রদান এবং পরিষদের ২৫% প্রকল্প নারী সদস্যদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন" সংক্রান্ত একটি পরিপত্র (স্মারক নং-৪৬.৪৫.০২০.০৯.০৬.০০৬.২০১৫-৫৮০) জারি করা হয়। অন্যদিকে নারী উন্নয়ন ফোরামকে টেকসই করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় গত প্রকল্পদ্বয়ের মাধ্যমে অধিকাংশ ফোরামের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

৩। পূর্ববর্তী ইউজেডজিপি এবং ইউপিজিপি প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ইউএনডিপি (UNDP), এসডিসি (SDC) এবং ডানিডা (DANIDA) এর সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক "কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার (EALG) প্রকল্প" বাস্তবায়িত (২০১৮-২২) হচ্ছে এবং প্রকল্প এলাকায় নারী উন্নয়ন ফোরামসমূহ কার্যকরকরণে বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ইএএলজি প্রকল্প কর্তক নারী উন্নয়ন ফোরামের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং প্রকল্প এলাকায় পরিলক্ষিত উত্তম চর্চাগুলো ব্যবহার করে একটি খসড়া পরিচালন নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রনয়ন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারী জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নারী উন্নয়ন ফোরামকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে **"নারী উন্নয়ন ফোরাম পরিচালন বিষয়ক গাইডলাইনটি (নির্দেশিকা)"** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অনুসরণ করা যেতে পারে।

৪। সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সুবিধার্থে **"নারী উন্নয়ন ফোরাম পরিচালন বিষয়ক গাইডলাইন (নির্দেশিকা)"** নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো। এই গাইডলাইন (নির্দেশিকা) এর কোন কিছু বিদ্যমান আইন বা বিধির সাথে সাংঘর্ষিক হলে আইন বা বিধি প্রাধান্য পাবে।

০৯/০৫/২১.

(মোহাম্মদ সামছুল হক)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৭২৩০
Email: lgd.upazila2@gmail.com

জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার (EALG) প্রকল্প,
স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সেগুণবাগিচা, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার (সকল),......................।
৪. মহাপরিচালক (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল),...................।
৬. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. জেলা প্রশাসক (সকল),.......................।
৮. উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল),.........................।
৯. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল),.........................।
১০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),.........................।
১১. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (সকল),.......................।
১৩. ভাইস চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা), উপজেলা পরিষদ (সকল),.........................।
১৪. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (সকল),.........................।
১৫. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (নির্দেশিকাটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

D:\PC-2\Letter.docx

নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন ও পরিচালন বিষয়ক নির্দেশিকা (গাইডলাইন)

মার্চ ২০২১

অনুমোদিত

০৭/০৫/২১

মোহাম্মদ সামছুল হক
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা অনুবিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১.ভূমিকা	৩
২. নারী উন্নয়ন ফোরাম কি	৩
৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠনের যৌক্তিকতা	৪
৪. নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠনের পটভূমি	৪
৫. নারী উন্নয়ন ফোরামের লক্ষ্য	৫
৫.১ নারী উন্নয়ন ফোরামের উদ্দেশ্য	৫
৬. নারী উন্নয়ন ফোরামের কর্মপরিধি	৫
৭. নারী উন্নয়ন ফোরামের সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী	৬
৮ নির্বাহী/কার্যকারী কমিটি	৬
৯. সদস্য পদ বাতিলের কারণসমূহ	৭
১০. সদস্যপদ পুনর্বহালের নিয়ম	৭
১১. পদত্যাগ	৭
১২. নারী উন্নয়ন ফোরাম এর গঠন ও কার্যকারী/নির্বাহী কমিটি	৭
১৩. নির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী	৮
১৪. নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৯
১৫. উপদেষ্টা পরিষদ	৯
১৬. এডহক কমিটি	১০
১৭. নির্বাচন	১০
১৮. তহবিল গঠন, পরিচালনা ও অডিট	১০
১৯. গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ও সংশোধন	১১
২০. বিভিন্ন সভা আয়োজন	১১
২১. কার্যকারী/নির্বাহী কমিটির সভা	১১
২২. বিশেষ নির্দেশনা/সংযুক্তি	১৩

১.ভূমিকা:
জনকল্যাণ এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে জনপ্রতিনিধিগণ অপরিমেয় ভূমিকা পালন করেন। তৃণমূল পর্যায়ে তাঁরাই জনগণের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকেন। সাধারণ মানুষের সুখে-দুঃখে আপদে বিপদে এই জনপ্রতিনিধিরাই বিশ্বস্ত বন্ধুর দায়িত্ব পালন করেন। প্রগতির ধারায় সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতিপক্ষ নয় বরং পরিপূরক। নারীর প্রতি হাজার বছরের প্রচলিত নেতিবাচক ধারণা, এর কারণ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের (নারী-পুরুষ) সক্রিয় ভূমিকা পালনের যথেষ্ট সুযোগ ও গুরুত্ব রয়েছে। দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সম-অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন সুফল ভোগ করার সুযোগের কোন বিকল্প নাই। কিন্তু আমাদের তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীরা এখনও পিছিয়ে আছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সমতার সাথে উন্নয়নের সুফলভোগী হতে তাঁরা বঞ্চিত। মানসম্পন্ন শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, গতিশীলতা, সম্পত্তিতে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলোতে এখনও নারীদের এগিয়ে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে এখনো বেশ কিছু ক্ষেত্রে নারীরা নানা ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন যা একই সঙ্গে টেকসই উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার ২জনই নারী[১]। টাইম নিউজ অনুসারে বর্তমান বিশ্বে ১৩জন নারী সরকার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন[২] যার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। সারাবিশ্বে (বাংলাদেশসহ) সংসদ সদস্যদের গড়ে ২২ শতাংশ নারী[৩]। বিশ্বে স্থানীয় সরকারে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে গড়ে ২০ শতাংশ নারী[৪] অন্যদিকে বাংলাদেশে শুধু সংরক্ষিত আসনে নারী জনপ্রতিনিধির হার ৩৩ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম এর ২০২০ সালের জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ জেন্ডার গ্যাপ কমানোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করেছে এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বের ১৫৩টি দেশের মধ্যে ৫০ম স্থান অর্জন করেছে।[৫]

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে উল্লিখিত ইতিবাচক অগ্রগতি থাকলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উচ্চ স্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব আশাব্যঞ্জক নয়। ইউনিয়ন পরিষদ হেলপ লাইন ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, ৪র্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের সর্বশেষ ফলাফল অনুযায়ী ৪৮৭জনের মধ্যে মাত্র ৬জন নারী উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ৫ম উপজেলা পরিষদের চিত্র প্রায় একইরকম। গত ৪৫৪৭টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মাত্র ২৫জন নারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন এবং ১১টি নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে নারী মেয়র আছেন মাত্র ১জন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সাধারণ/সরাসরি আসনে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাও অনেক কম।

২. নারী উন্নয়ন ফোরাম কি:
নারী উন্নয়ন ফোরাম হলো ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদের নারী জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের অধিকার রক্ষা এবং নেতৃত্ব বিকাশে প্রতিষ্ঠিত একটি প্লাটফর্ম যা পরিষদের নারী জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। উপজেলা পরিষদের আওতাধীন এলাকার ইউনিয়ন ও পৌরসভার নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ ফোরাম গঠিত হবে।

---

[১] জাতীয় সংসদ বিষয়ক ওয়েবসাইট (www.parliament.gov.bd)
[২] http://content.time.com
[৩] ইউএন উইমেন এবং একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
[4] Women Leadership and Development, UCLG Standing Committee on Gender Equality, Paris, December, 2015.
[5] Global Gender Gap Report 2020

নারী উন্নয়ন ফোরাম

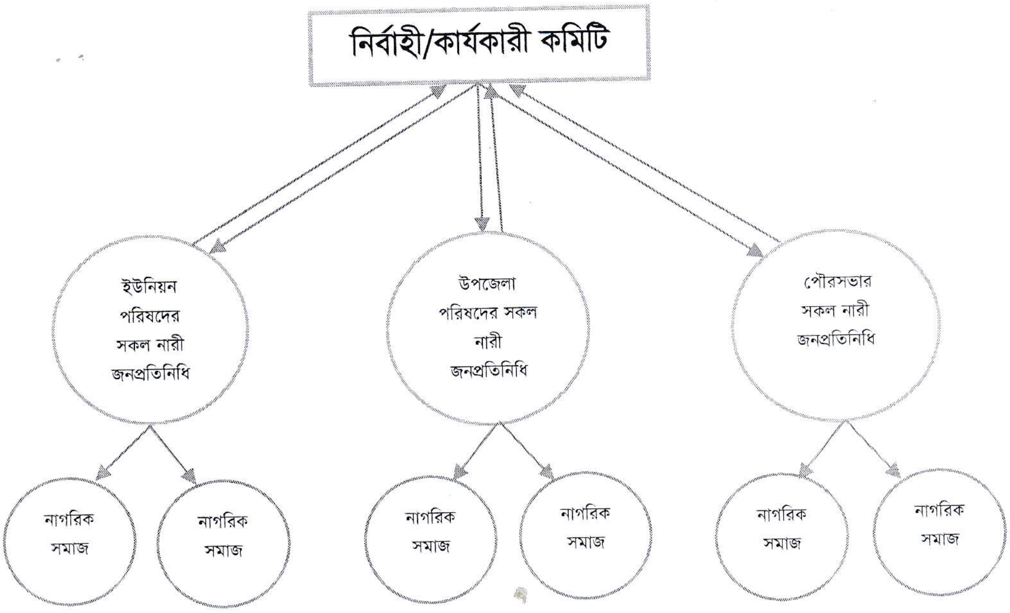

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠনের যৌক্তিকতা:

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা) সামগ্রিক কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, পরিষদের সামগ্রিক কার্যক্রম অধিকতর কার্যকারী ও নারীবান্ধব করা, সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা এবং পরিষদে নারীবান্ধব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। যেহেতু নারী উন্নয়ন ফোরামে সকল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভার নারী জনপ্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্ব থাকে তাই এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহসহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ সহজতর হবে। অপরদিকে নারী প্রতিনিধিগণ যদি একযোগে একটি প্লাটফর্ম গঠনের মাধ্যমে এলাকার নারী উন্নয়নে কাজ করে তাহলে স্থানীয়ভাবে নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়া আরো সহজতর ও গতিশীল হবে।

ইউএনডিপি'র সহায়তায় পূর্ববর্তী এলজিএসপি-এলআইসি প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন ফোরামকে উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি) ও ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউপিজিপি) এর মাধ্যমে আরো বিস্তৃত করা হয়েছে।[৬] সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অনুমোদিত প্রকল্পদ্বয়ের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি)-এ নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন, দ্বি-মাসিক সভা আয়োজন, ফোরাম সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েরও উল্লেখ ছিল।[৭] পূর্ববর্তী ইউজেডজিপি এবং ইউপিজিপি প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় "কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার প্রকল্প (ইএএলজি)" স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ২০১৮-২২ নাগাদ বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লিখিত ইএএলজি প্রকল্পের টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট প্রপোজাল (টিএপিপি)-এ নারী উন্নয়ন ফোরাম কার্যকরকরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উল্লেখ রয়েছে।[৮]

৪. নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠনের পটভূমি:

২০১৩ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর মাননীয় সচিব মহোদয় ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে প্রকল্প (ইউজেডজিপি ও ইউপিজিপি) কর্তৃক নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন বিষয়ক গাইডলাইন অনুমোদন করে প্রকল্পের আওতাধীন নির্বাচিত ৭টি জেলার ৬৫টি উপজেলা পর্যায়ে নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তীকালে একইভাবে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়। গত ইউজেডজিপি এবং ইউপিজিপি প্রকল্পদ্বয়ের আওতায় মোট ৫৫১টি (৪৮৭টি উপজেলা ও ৬৪টি জেলা পর্যায়ে) নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ১৬ হাজারের বেশি নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধি সংগঠিত হয়েছেন। নারী উন্নয়ন ফোরাম এমনই একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এই প্রথমবারের

[৬] প্রজেক্ট ডকুমেন্ট (ইউজেডজিপি ও ইউপিজিপি), পৃষ্ঠা-৩৫ ও ৪১
[৭] ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি), পৃষ্ঠা-৬২ ও ৬৩
[৮] টিএপিপি- ইএএলজি, পৃষ্ঠা-২৩, ৮৭, ১০১, ১২৩, ১৩৪, ১৪৪ ইত্যাদি।

মত স্থানীয় সরকারের প্রায় সকল নারী জনপ্রতিনিধি (উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন) একত্রিত হয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

৫. নারী উন্নয়ন ফোরামের লক্ষ্য:

নারী উন্নয়ন ফোরামের লক্ষ্য হলো ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের মাধ্যমে সমাজে নারীর ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিষদে তাদের ভূমিকা আরও জোরালো করা, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কাজ করা এবং নারী নেতৃত্ব বিকাশের উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫.১ নারী উন্নয়ন ফোরামের উদ্দেশ্য:

- ✓ ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদে সামগ্রিক কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা জোরদার করা।
- ✓ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জেন্ডার সংবেদনশীল করা।
- ✓ বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের সাথে নেটওয়ার্কিং ও যোগাযোগ স্থাপন করা।
- ✓ এলাকার নারী সহিংসতা, যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- ✓ পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও জেন্ডার সমতায় ভূমিকা রাখা।
- ✓ সমাজে পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা এবং
- ✓ স্ব স্ব পরিষদ বা কাউন্সিলে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য স্থানীয় সরকার আইন-কানুন ও কার্যক্রম ভালভাবে অবহিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে নারীর স্বপক্ষে আইনী সংস্কারে অবদান রাখা।

৬. নারী উন্নয়ন ফোরামের কর্মপরিধি:

নারী উন্নয়ন ফোরামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। নারী উন্নয়ন ফোরাম-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হবে নিম্নরূপ-

৬.১ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা:

- ফোরামের সদস্য ও এলাকার নারীদের ওয়ার্ড সভা, প্রচারণামূলক কর্মসূচি ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সচেতন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ওয়ার্ড সভায় নারীবান্ধব স্কিম উপস্থাপনায় সহায়তা করা।
- এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেদের এবং অন্য নারীদের স্বেচ্ছাসেবক, উপদেষ্টা, সেবাদানকারী এবং উপকারভোগী হিসাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা।
- সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহকে নারীবান্ধব করতে সহায়তা করা।
- সরকারি-বেসরকারি সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখা।
- নারীবান্ধব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর সাথে উপজেলা, জেলা এবং এলাকার অন্যান্য নাগরিক সংগঠনের যোগাযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যুতে এক সাথে কাজ করা।
- বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রাপ্তিতে এলাকার নারীদের সহায়তা করা।
- ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী ৩০% নারী সদস্য কর্তৃক স্কিম গ্রহণ ও নির্বাচন নিশ্চিত করা।

৬.২ নারীদের দক্ষতা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো:

- ফোরাম সদস্য ও স্থানীয় নারীদের জন্য মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।
- পরিষদের বিভিন্ন কমিটি ও উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো।
- সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের ও এলাকার নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
- আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি হওয়া এবং অন্যদের সম্পৃক্ত করা।
- এলাকার নারীদের জন্য চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সরকারি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও'র সাথে যোগাযোগ পূর্বক নারী সদস্যদের বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- এলাকার নারীদের সংগঠিত করা এবং তাদের নেতৃত্ব উন্নয়নে সহায়তা করা।
- এলাকার বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়া।

৬.৩ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করা:

- ওয়ার্ড সভা, বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে আয়োজিত সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনসাধারণকে নারী নির্যাতনের কুফল ও শাস্তি সম্পর্কে সচেতন করা।
- যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নিয়ম বহির্ভূত তালাক, ইভ টিজিং প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, অন্যান্য সামাজিক সংগঠন ও নেটওয়ার্কের সাথে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা।
- এলাকায় নারী ও শিশু নির্যাতনের কোন ঘটনা ঘটলে আইনী সেবা গ্রহণের জন্য জাতীয় (১০৯) ও উপজেলা পর্যায়ে (সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মোবাইল নাম্বার) হটলাইন ব্যবহার করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।
- পরিষদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রমকে সক্রিয় করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- এলাকার নারী ও শিশু নির্যাতনের রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

৬.৪ নারীর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি করা:

- নারীর অধিকতর কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সহায়তা করা।
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান।
- পেশাজীবী নারীদের (ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দর্জি, প্যারামেডিকস, ইত্যাদি) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা দান।
- স্থানীয় সামাজিক সম্পদ চিহ্নিতকরণ (পুকুর, জমি, ইত্যাদি) ও ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- সরকারি ও বেসরকারি সেবা পেতে নারীদের অভিগম্যতা (access) বাড়ানো।
- বেকার ও অসহায় নারীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঋণ সহায়তার ব্যবস্থা করা।
- উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা।
- নারী উন্নয়ন ফোরাম কর্তৃক প্রতি উপজেলায় একটি করে বিক্রয় কেন্দ্র/দোকান স্থাপন করা।

৭. নারী উন্নয়ন ফোরামের সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী:

৭.১ সাধারণ ও কার্যকারী/নির্বাহী সদস্য:

উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে সাধারণ এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সকল নারী চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এবং পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ নারী উন্নয়ন ফোরামের সাধারণ সদস্য হতে পারবেন। অর্থাৎ উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার নির্বাচিত সকল নারী জনপ্রতিনিধিই নারী উন্নয়ন ফোরামের সদস্য হওয়ার যোগ্য। এমনকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কোন প্রাক্তন নারী প্রতিনিধিও নারী উন্নয়ন ফোরামের আজীবন সাধারণ সদস্য হতে পারবেন তবে পরিষদের (উপজেলা, ইউনিয়ন এবং পৌরসভা) বর্তমান নারী জনপ্রতিনিধিই কেবল নারী উন্নয়ন ফোরামের কার্যকারী/নির্বাহী কমিটির সদস্য হতে পারবেন। উল্লেখ থাকে যে, আগ্রহী প্রার্থীকে নারী উন্নয়ন ফোরামের সদস্য পদের জন্য আবেদন পূর্বক এককালীন ৫০০ টাকা ফি প্রদান করতে হবে। একই সাথে সংগঠনের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক সদস্য প্রতি বছর ৫০০ টাকা করে চাঁদা প্রদান করবেন। একজন সদস্য ইচ্ছা করলে বাৎসরিক চাঁদা কিস্তিতেও প্রদান করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বাৎসরিক কিস্তির পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন ফোরাম এর কার্যকারী পরিষদ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করবে। এককালীন সদস্য ফি এবং বাৎসরিক চাঁদা প্রদান বাবদ ফোরাম কর্তৃক সদস্যকে রশিদ প্রদান করতে হবে।

৮ নির্বাহী/কার্যকারী কমিটি:

নারী উন্নয়ন ফোরাম এর নির্বাহী পরিষদ হবে দুই পর্যায়ে, যথা- উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে।

- উপজেলা পর্যায়ে নির্বাহী পরিষদে পদাধিকার বলে সভাপতি হবেন সাধারণভাবে সর্বত্র উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত নারী ভাইস চেয়ারম্যান।
- কোন উপজেলায় যদি নারী চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে নারী চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে উপজেলা পর্যায়ের নির্বাহী পরিষদের সভাপতি হবেন।
- উপজেলা পর্যায়ের নির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৭/৯/১১ সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
- জেলা পর্যায়ে নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে মূলতঃ উপজেলা পর্যায়ের গঠিত নির্বাহী পরিষদ এর সদস্যদের নিয়ে।
- জেলা ফোরাম এর মোট ১১ জনের কার্যকারী/নির্বাহী পরিষদ হবে।
- শুধু উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম এর সভাপতিগণই জেলা কমিটিতে সভাপতি পদে নির্বাচন করতে পারবেন; অন্যান্য সকল পদসমূহ উপজেলা কমিটির ন্যায় হবে এবং উপজেলার সকল নির্বাহী সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
- উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কার্যকারী/নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে ২.৫ (দুই বছর ছয় মাস) বছর।

৯. সদস্য পদ বাতিলের কারণসমূহ:

- যদি কোন সদস্য (সাধারণ এবং কার্যকারী) ১২ মাস বা ১ বছর পর্যন্ত চাঁদা প্রদান না করেন। উল্লেখ্য যে চাঁদা প্রদান না করলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের ভোটাধিকার থাকবে না।
- যদি কোন সদস্য (কার্যকারী) বিনা কারণে পরপর ৫টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।
- সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী এবং গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে।
- মৃত্যুবরণ করলে।
- আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যপদ হারালে।
- আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যপদ হারালে।

১০. সদস্যপদ পুনর্বহালের নিয়ম:

- সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী এবং গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার কারণে সদস্যপদ বাতিল হলে তা পুনরুদ্ধার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
- আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত বা দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার কারণে পরিষদের সদস্যপদ বাতিল হলে তা পুনরুদ্ধারের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে তিনি পুনরায় আবেদনক্রমে সদস্যপদ ফিরে পেতে পারেন।
- নিয়মিত চাঁদা প্রদান না করা এবং সভায় অনুপস্থিতি জনিত সদস্য পদ বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে আবার সদস্যপদ ফেরত পাওয়ার জন্য সভাপতি বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে। নির্বাহী পরিষদ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সদস্যপদ পুনর্বহালের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

১১. পদত্যাগ:

যদি কোন সদস্য পদত্যাগ করতে চান তাহলে সভাপতির নিকট অথবা সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বরাবর আবেদন করতে পারেন। সভাপতি বা সহ-সভাপতি পরবর্তী কার্যকারী পরিষদের দ্বি-মাসিক সভায় বিষয়টি উপস্থিত সকলকে জানানোর প্রেক্ষিতে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে পারেন। মোট কার্যকারী সদস্যদের ২/৩ ভাগ সদস্যের সম্মতি/ভোটের মাধ্যমে শূণ্য পদ পূরণ করা যেতে পারে বা সকল সদস্যের উপস্থিতিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে শূণ্য পদ পূরণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত এবং গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত কার্যকারী পরিষদকে নিতে হবে। কোন্ পদ্ধতিতে শূণ্য পদ পূরণ করা হয়েছে তার নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

১২. নারী উন্নয়ন ফোরাম এর গঠন ও কার্যকারী/নির্বাহী কমিটি:

ক. উপজেলা কমিটি

উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরামের কার্যকারী/নির্বাহী পরিষদ: ১১/৯/৭ সদস্য বিশিষ্ট (নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন বিষয়ক গাইডলাইন এবং গঠনতন্ত্র অনুসারে যে সকল উপজেলায় ৮টি বা এর অধিক সংখ্যক ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে সে সকল উপজেলার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠিত হবে)।

সভাপতি: ১ জন (পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নারী উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি হবেন, তবে যে সকল উপজেলার চেয়ারম্যান নারী সেখানে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফোরামের সভাপতি হবেন)।
সহ-সভাপতি: ১ জন (সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত)।
সাধারণ সম্পাদক: ১ জন (সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত)।
কোষাধ্যক্ষ: ১ জন (সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত)।
নির্বাহী সদস্য: ৫/৭ জন (সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত)।

উল্লেখ্য, যে সকল উপজেলায় ৭টি বা এর কম সংখ্যক ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে সে সকল উপজেলার ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন ফোরামের মোট নির্বাহী সদস্য হবেন ৭ থেকে ৯ জন। অর্থাৎ, সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ এই চার জনের পদ ঠিক রেখে ইউনিয়নের সংখ্যার তারতম্য অনুযায়ী বাকি ৩/৫ জনকে নির্বাহী সদস্য নির্বাচন করতে হবে।

খ. জেলা কমিটি
'জেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম' গঠন
জেলা কমিটি: মোট সদস্য ১১ জন

সভাপতি: ১ জন। নারী উন্নয়ন ফোরামের উপজেলা কমিটির সভাপতিগণ জেলা নারী উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং তাদের মধ্য থেকে ১ জন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে 'জেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

সহ-সভাপতি: ১ জন। সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলার 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর উপস্থিত সকল কার্যকারী/নির্বাহী সদস্যদের মধ্য থেকে একাধিক প্রার্থী সহ-সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন এবং তাদের মধ্য থেকে ১ জন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচিত হবেন।

সাধারণ সম্পাদক: ১ জন। সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলার 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর উপস্থিত সকল কার্যকারী/নির্বাহী সদস্যদের মধ্য থেকে একাধিক প্রার্থী সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন এবং তাদের মধ্য থেকে ১ জন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচিত হবেন।

কোষাধ্যক্ষ: ১ জন। সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলার 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর উপস্থিত সকল কার্যকারী/নির্বাহী সদস্যদের মধ্য থেকে একাধিক প্রার্থী কোষাধ্যক্ষ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন এবং তাদের মধ্য থেকে ১ জন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচিত হবেন।

কার্যকারী সদস্য: ৭ জন। সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলার 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর উপস্থিত সকল কার্যকারী/নির্বাহী সদস্যদের মধ্য থেকে একাধিক প্রার্থী জেলা নারী উন্নয়ন ফোরামের কার্যকারী সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন এবং তাদের মধ্য থেকে ৭ জন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচিত হবেন।

নারী উন্নয়ন ফোরামের সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি (উপজেলা এবং জেলা): কার্যকারী/নির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদে (সভাপতি থেকে কার্যকারী/নির্বাহী সদস্য) একে একে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। কোন দায়িত্বশীল সহায়ক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা/জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ইত্যাদি) অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে এক একটি পদের জন্য কারা কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তাদের সামনে আসার আহবান জানাবেন। একই পদে একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ভোট প্রদানের সুবিধার্থে তাদের প্রত্যেককে সবার সামনে রেখে ১,২,৩,......ইত্যাদি সাংকেতিক নম্বরে চিহ্নিত করতে হবে। কোন্ প্রার্থীর কি নম্বর তা অংশগ্রহণকারীদের অবগত করে রিসোর্স পার্সন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী/উপস্থিত নারী সদস্যদের ১টি করে কাগজের টুকরো দিবেন। অংশগ্রহণকারীগণ একাধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে যাকে বেশি যোগ্য মনে করবেন তাঁর সাংকেতিক নম্বরটি কাগজে লিখবেন। এভাবে ভোট প্রদানের পর তা গণনা করে যার নম্বর এর উপর বেশি ভোট পড়বে তাকে সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচিত করা হবে।

সাধারণ সদস্য: সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলার নারী উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি থেকে শুরু করে উপস্থিত সকল কার্যকারী/নির্বাহী সদস্যগণই জেলা নারী উন্নয়ন ফোরামের সাধারণ সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন।

জেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় এবং জেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক নারী কল্যাণে কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। জেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম অন্যান্য উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরামের মধ্যে এ্যাডভোকেসি এবং সমন্বয়কের ভূমিকাও পালন করবে।

কমিটির মেয়াদ: গঠন পরবর্তী প্রত্যেক কমিটির (জেলা এবং উপজেলা) মেয়াদ হবে ২.৫ বছর।

১৩. নির্বাহী পরিষদ/কার্যকারী পরিষদের কার্যাবলী:

- নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।
- বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট প্রণয়ন করবে এবং অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবে।
- বিভিন্ন প্রকার সভা (দ্বি-মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক) আহবান করবে।
- সংগঠনের কার্যাবলী তদারক করবে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে।
- সংগঠনের আয়-ব্যয় পরিচালনা করবে এবং হিসাব সংরক্ষণ করবে।

- নির্বাচন কমিটি গঠনের মাধ্যমে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করবে।

১৪. নির্বাহী পরিষদ/কার্যকারী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

ক. সভাপতি:
তিনি সংগঠনের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন। সভা আহবানের জন্য তিনি সাধারণ সম্পাদককে অনুমতি প্রদান করবেন। তিনি সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব ও সভা পরিচালনা করবেন এবং সভার শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সমান সংখ্যক ভোট হলে অতিরিক্ত ভোট প্রদান করবেন।

খ. সহ-সভাপতি:
সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার সকল ক্ষমতার অধিকারী হবেন। সভাপতির উপস্থিতিতে তিনি তাকে পরামর্শ প্রদান করবেন এবং তার কাজে সহায়তা করবেন।

গ. সাধারণ সম্পাদক:
তিনি সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সভাপতির পরামর্শ মোতাবেক সভা আহবান করবেন; এছাড়া যাবতীয় সম্পত্তি ও খাতাপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি যে কোন খরচের জন্য ১০০০/-(এক হাজার) টাকা পর্যন্ত অনুমোদন দিতে পারবেন। বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী তদারক করবেন ও পরামর্শ দান করবেন। তিনি সংগঠনের পক্ষে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ ও প্রয়োজনে মামলা/মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করবেন।

ঘ. কোষাধ্যক্ষ:
নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি সংগঠনের ভর্তি ফি, চাঁদা, বিশেষ কাজের জন্য বা তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে রশিদের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করবেন। সংগৃহীত অর্থ সংগঠনের ব্যাংক হিসাবে জমা রাখবেন। জরুরী কাজের জন্য তিনি ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত হাত মজুদ রাখতে পারবেন।

তিনি বাজেট তৈরি করে বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন। সকল প্রকার অনুমোদিত ভাউচারের অনুকূলে অর্থ পরিশোধ করবেন এবং সব ধরনের আয়-ব্যয় এর হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করবেন। বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহের জন্য তৈরি করবেন।

ঙ. নির্বাহী পরিষদের সদস্য:
নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫. উপদেষ্টা পরিষদ:
সংগঠনের উন্নয়নমূলক কাজে উপদেশ, পরামর্শ ও সংকট সমাধানের জন্য ৫ বা ৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ কমিটি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটিতে একজন চেয়ারম্যান থাকবেন, অন্যরা হবেন সদস্য। এ কমিটির মেয়াদ হবে ২.৫ বৎসর।

উপদেষ্টা পরিষদ: ৫/৭ জনের মধ্যে (উপদেষ্টা বাধ্যতামূলক নয়, যদি কোন 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' প্রয়োজন মনে করে তাহলে তারা এভাবে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে পারেন)।

যারা উপদেষ্টা হতে পারেন: জাতীয় মহিলা সমিতির প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিনিধি, স্থানীয় মহিলা সংগঠন প্রতিনিধি, নারী শিক্ষক (বর্তমান/প্রাক্তন), স্থানীয় নারী নেত্রী, নারী আইনজীবী, প্রমুখ।

উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলী:
- সংগঠনের যাবতীয় কাজে পরামর্শ প্রদান করবেন।
- বিভিন্ন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের চেষ্টা করবেন।
- নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বাবলী পালন করবেন।

নির্বাচনী কমিটি: নির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬০ দিন পূর্বে উপজেলা/জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে প্রধান করে অন্যান্য ৩ জন সদস্য নিয়ে নির্বাচনী কমিটি গঠন হতে পারে। এক্ষেত্রে বর্তমান নির্বাহী পরিষদ পরবর্তী/নতুন পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচনী কমিটি গঠন করতে পারেন। নির্বাচনী কমিটি নির্বাহী কমিটির/পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন দিতে না পারলে তারা একটি এডহক কমিটি গঠন করবে।

১৬. এডহক কমিটি:
যে কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি নির্বাহী পরিষদ গঠন করা সম্ভব না হয় অথবা নির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে যায়, সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের মধ্য থেকে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করে সংগঠনের কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উপজেলা/জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে এডহক কমিটি গঠিত হতে পারে। এডহক কমিটির মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন। এ সময়ের মধ্যে এডহক কমিটি নতুন নির্বাহী পরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এডহক কমিটির কার্যাবলী:

- এই কমিটি অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য নির্বাহী পরিষদ এর সকল দায়িত্ব পালন করবেন।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

ছ) অনাস্থা প্রস্তাব:
যদি কোন সময় সাধারণ বা কোন সদস্য সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করেন তবে তার বিরুদ্ধে নির্বাহী পরিষদের ৩/৪ অংশ সদস্য কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাব আহবান করা যাবে। আনীত অনাস্থা প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত ৩/৪ ভাগ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হলে, কার্যকর হবে। সমগ্র নির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে সাধারণ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যের স্বাক্ষরিত লিখিত আবেদন সভাপতি বরাবরে জমা দিতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের ৩/৪ ভাগ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হলে, কার্যকর হবে।

অনাস্থার মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্যের পদ শূন্য হলে, সভাপতি সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনয়নের মাধ্যমে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে শূন্যপদ পূরণ করবেন। নির্বাহী পরিষদের তিন বা ততোধিক সদস্যের পদ শূন্য হলে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে এডহক কমিটি গঠন করে কাজ চালাতে হবে।

১৭. নির্বাচন:
ক. নির্বাচনের ১ মাস পূর্বে নির্বাচনের তফশীল ঘোষণা করতে হবে।
খ. নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে বৈধ ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে।
গ. কোন প্রার্থী একাধিক পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না এবং কোন ভোটার প্রতিটি পদের জন্য মাত্র একটি করে ভোট দিতে পারবেন।
ঘ. পরিষদের (উপজেলা, ইউনিয়ন এবং পৌরসভা) বর্তমান নারী জনপ্রতিনিধিই কেবল নারী উন্নয়ন ফোরামের নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।
ঙ. নির্বাচনের ১ মাসের মধ্যে নতুন নির্বাহী পরিষদ (সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনার মাধ্যমে) তাদের প্রথম সভা আহবান করবেন।
চ. নির্বাহী পরিষদ আড়াই (২ বছর ৬ মাস) বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন।
ছ. কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে উক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

১৮. তহবিল গঠন, পরিচালনা ও অডিট:

- সরকারি-বেসরকারি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তিগত অনুদান দ্বারা নারী উন্নয়ন ফোরামের তহবিল গঠন হতে পারে।
- সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পরিচালিত কার্যক্রমের এবং সংগঠনের বিভিন্ন সভা/অনুষ্ঠানের আপ্যায়ন ব্যয়, এ তহবিল থেকে মেটানো যাবে।
- তহবিল যে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর যৌথ স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে লেনদেন চলবে। প্রতিবছর একবার রেজিস্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠানের বিধি মোতাবেক অডিট হতে পারে।
- ব্যাংকের সাথে লেনদেন পরিচালনার জন্য প্রত্যেক নারী ফোরামের স্ব স্ব নামে একটি করে ব্যাংক হিসাব (Bank Account) খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

১৯. গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ও সংশোধনঃ

যেহেতু পূর্ববর্তী ইউজেডজিপি এবং ইউপিজিপি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অধিকাংশ নারী উন্নয়ন ফোরাম মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে সেহেতু মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নির্দেশনা এবং এই গাইডলাইনের সাথে সংগতি রেখে প্রত্যেক নারী উন্নয়ন ফোরাম একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। যদি কোন সময় বা কোন পরিস্থিতিতে উল্লিখিত নিয়ম-নীতি সম্বলিত গঠনতন্ত্রের কোন অংশ পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রয়োজন হয়, তখন সাধারণ পরিষদের সভা (সকল সদস্যদের নিয়ে) আহবান ও আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ ভাগ সদস্যের অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ও সংশোধন করা যাবে। গৃহীত সংশোধন বা পরিবর্তন নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। গৃহীত সংশোধন বা পরিবর্তন নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর কার্যকর হবে। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে অনুদান, প্রকল্প সহযোগিতা, ঋণ সহযোগিতা এই সংগঠন গ্রহণ করতে পারবে। যে প্রতিষ্ঠান থেকে শর্ত সাপেক্ষে সহযোগিতা নেয়া হবে, তা শর্তানুসারে পূরণ করার ব্যাপারে নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নিয়ম অনুযায়ী দাতা সংস্থা/সংগঠন প্রয়োজনীয় তদারকি ও পরামর্শ দিতে পারবে।

২০. বিভিন্ন সভা আয়োজনঃ

ইতোপূর্বে প্রেরিত নারী উন্নয়ন ফোরামের নমুনা গঠনতন্ত্র অনুসারে মোট ৬ (ছয়) ধরনের সভা আয়োজনের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে, যেমন-ক) বাৎসরিক সাধারণ সভা (সাধারণ এবং নির্বাহী সদস্যদের নিয়ে), খ) ষাণ্মাসিক সভা, গ) কার্যকারী/নির্বাহী কমিটি এর সভা, ঘ) উপদেষ্টা কমিটি (যদি থাকে) এর সভা, ঙ) তলবী সভা ও চ) মূলতবী সভা। তবে নারী উন্নয়ন ফোরাম এর নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংগঠনকে সক্রিয় রাখতে কার্যকারী/কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২১. কার্যকারী/নির্বাহী কমিটির সভাঃ

এ সভা প্রতি ২ (দুই) মাস অন্তর একবার অনুষ্ঠিত হবে। কার্যকারী/নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ (৭/৯/১১ জন) এ সভায় উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ প্রয়োজনে বা মতামত প্রদানের জন্য সাধারণ পরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ (যদি থাকে) এর কোন সদস্যকে এই সভায় উপস্থিত থাকার আহবান জানানো যাবে, তবে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক এ সভা আহবান করবেন। সভার স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করে সভার বিজ্ঞপ্তি নোটিশ বইয়ের মাধ্যমে কার্যকারী/নির্বাহী কমিটি'র সদস্যদের নিকট অন্তত ৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে পৌঁছাতে হবে। ২/৩ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে এ সভার কোরাম পূর্ণ হবে। এছাড়া জরুরী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক যে কোন সময় কার্যকারী/নির্বাহী কমিটি'র জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন। জরুরী সভার ক্ষেত্রে কার্যকারী/নির্বাহী কমিটি'র সদস্যদের নিকট অন্তত ৩ (তিন) দিন পূর্বে লিখিত নোটিশ পৌঁছাতে হবে। ২/৩ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে এ সভার কোরাম পূর্ণ হবে। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

২১.ক. কার্যকারী/নির্বাহী কমিটির সভা পরিচালনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

কার্যকারী কমিটির সভায় আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন ফোরাম এর নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

- পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে/সভায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে যাতে নারী ও পুরুষ উভয় জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব এবং নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে সে বিষয়ে সহযোগিতা করা।
- কমিটিতে যাতে নারী সদস্যদের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এ লক্ষ্যে নারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগী হওয়া।
- বিশেষ সভা বা বাজেট সভায় যাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকে তা নিশ্চিত করতে কাজ করা।
- পরিষদের বাজেট/সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী, প্রতিবন্ধি, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত তথা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে বিশেষ গুরুত্ব/সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।
- ইতোপূর্বে ফোরাম কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
- এলাকায় বাল্য বিবাহ, যৌতুক, যৌন হয়রানিসহ অন্যান্য নারী সহিংসতা বন্ধে সহযোগিতা করা এবং এ সকল সহিংসতার তথ্য সংরক্ষণপূর্বক দ্বি-মাসিক সভায় আলোচনা করা।
- কার্যক্রম বাস্তবায়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিষদের মাসিক সভায় ইস্যু/এজেন্ডা উত্থাপনে ভূমিকা রাখা।
- ইউনিয়ন এবং উপজেলার মাসিক সভায় এলাকার নারীদের সমস্যা/উন্নয়ন বিষয়ক এজেন্ডা (নিয়মিতভাবে) অন্তর্ভুক্ত করা।

২১.খ. সভা পরিচালনায় পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কাজঃ

- সভায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সভার তারিখ, স্থান ও সময় পূর্বেই জানিয়ে দিতে হবে এবং সভার স্থান তৈরি রাখতে হবে।
- সভার আলোচ্য বিষয় এবং বিষয়ভিত্তিক নথিপত্র তৈরি রাখতে হবে।
- এমন বিষয়কে আলোচনায় আনতে হবে যে বিষয়ের ওপর সহজেই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় এবং বাস্তবায়ন করা সহজ হয়।
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সব সময় আর্থিক বিষয়টি গুরুত্বের সাথে না দেখে কৌশলগত দিকগুলো বিবেচনা করতে হবে।
- আমন্ত্রিত সদস্যদের সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফলোআপ করতে হবে।

২১.গ. সভা চলাকালীন কাজঃ

- সভা শুরুর প্রাক্কালে সভাপতি সকলের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- সভায় উপস্থিত সকলের স্বাক্ষর নিশ্চিত করতে হবে যা পরবর্তীতে কার্যপত্র লেখায় সহযোগিতা করবে।
- সহজ এবং সাবলীল ভাষা ব্যবহার করে সভা পরিচালনা করতে হবে। প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষাও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সভায় অনেক বিষয় আলোচনা হতে পারে তবে ভিত্তিক আলোচনা করার চেষ্টা করতে হবে।
- আলোচনার ভিত্তিতে কোন বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত নিতে হলে তা সভায় গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হবে।
- সভা পরিচালনাকারী সভা নিয়ন্ত্রণে রাখবেন এবং সময়ের প্রতি গুরুত্ব দিবেন।
- সভায় একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখতে হবে।
- আলোচ্য বিষয়ের সাথে মিল রেখে, বেশীরভাগ সদস্যের সম্মতি সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থিত সদস্যদের পড়ে শোনাতে হবে।

২১.ঘ. সভা পরবর্তী কাজঃ

- সভা শেষে রেজ্যুলেশন খাতায় আলোচ্য বিষয়ের পাশাপাশি সিদ্ধান্তসমূহ লিখতে হবে এবং সভাপতির স্বাক্ষর নিতে হবে।
- সভার কার্যপত্র সদস্যদের দিতে হবে বা নথিতে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।
- অন্যান্য নথি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।
- পরবর্তী সভার সম্ভাব্য তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
- সভার কার্যবিবরণীর কপি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প (ইএএলজি) কর্মকর্তাদের প্রেরণ করতে হবে।

.... উপজেলা/জেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম

কার্যকারী/নির্বাহী কমিটির সভার নমুনা কার্যবিবরণী

সভা নংঃ .... সভার স্থানঃ .... উপজেলাঃ.................. জেলা..................

তারিখঃ ....

আজকের সভায় সভাপতিত্ব করছেন জনাব ....। আজকের সভার সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

ক্রমিক	আলোচ্যসূচি	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	সময়কাল
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				

সভার সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যদের উল্লিখিত সকল সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথ ও সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য আহ্বান জানান। পরিশেষে সভায় আর কোনো বিষয় আলোচনার না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উপস্থিত ফোরাম সদস্যদের নাম ও স্বাক্ষর

ক্রমিক	সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম	পদবী	স্বাক্ষর	মন্তব্য
১.				
২.				
৩.				
৪.				
৫.				
৬.				
৭.				
৮.				
৯.				
১০.				
১১.				

ছ. সভার ব্যয় নির্বাহ:

ফোরাম এর নিজ উদ্যোগে কার্যকারী/নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে। তবে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক নারী উন্নয়ন ফোরামের জন্য জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে নিয়মিত সভার ব্যয় নির্বাহের সুযোগ রয়েছে।

জ. সভার স্থান:

প্রাথমিকভাবে নারী উন্নয়ন ফোরাম এর সভাপতির (উপজেলা ভাইস চেয়ার) কক্ষে বা অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা অডিটরিয়ামে এ সভার আয়োজন করা যেতে পারে। তবে উল্লেখ থাকে যে, সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন ফোরাম এর নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন হওয়ার প্রেক্ষিতে উক্ত সভা স্ব স্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদে অনুরোধ জ্ঞাপনের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন ফোরামের জন্য ১টি কক্ষ বরাদ্দ করা যেতে পারে।

ঝ. সভার তারিখ:

প্রত্যেক দুই মাস অন্তর সভাপতির নির্দেশক্রমে সাধারণ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন ফোরামের কার্যনির্বাহী সভার দিন ধার্য করার প্রেক্ষিতে অন্যান্য কার্যকারী/নির্বাহী সদস্যদের অবহিত করবেন।

ঞ. অংশগ্রহণকারী:

সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন ফোরামের সকল কার্যকারী/নির্বাহী সদস্যগণ (৭/৯/১১ জন) এ সভায় অংশগ্রহণ করবেন বা সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রিত হবেন।

ট. সহযোগিতা প্রদানে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের ভূমিকা:

ফোরামের নির্বাহী কমিটির সভা আয়োজন এবং ফলপ্রসূ করতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বিশেষভাবে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

২২. বিশেষ নির্দেশনা/সংযুক্তি:

সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনের পাশাপাশি নারী উন্নয়ন ফোরামের বিশেষ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্নে উল্লিখিত পরিপত্র/নির্দেশনামূলক চিঠির সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক. নারী জনপ্রতিনিধি/নারী উন্নয়ন ফোরাম বিষয়ক স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.৪৫.০২০.০৯.০৬.০০৬.২০১৫-৫৮০

তারিখঃ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ / ৩১ মে, ২০১৫

পরিপত্র

বিষয়: উপজেলা পরিষদের বাৎসরিক বাজেটের ৩% পর্যন্ত 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর জন্য বরাদ্দ প্রদান এবং পরিষদের ২৫% প্রকল্প নারী সদস্যদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট ও ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট এর আওতায় গঠিত "নারী উন্নয়ন ফোরাম" এর জন্য আগামী অর্থ বছর (২০১৫-১৬) হতে উপজেলা পরিষদের বাৎসরিক বাজেটের ৩% পর্যন্ত এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের ২৫% নারী সদস্যদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো। উক্ত অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা'এর (৬) অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের বিবিধ খাত হতে নির্বাহ করতে হবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করবে ঃ

- **শিক্ষা:** স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার রোধ ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, মেধাবী ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান, ইত্যাদি।
- **কর্মসংস্থান:** বেকার যুব নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন।
- **সাংস্কৃতিক:** মেয়েদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টি, খেলাধূলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন, ইত্যাদি।
- **সচেতনতামূলক:** জেন্ডার সমতা ও মানবাধিকার বিষয়ক দিবস উদ্‌যাপন, নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে পুরুষদের সম্পৃক্তকরণ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নির্মূলে কর্মসূচি গ্রহণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সচেতনতা ও ঝুঁকি হ্রাসে কর্মসূচি গ্রহণ, নারী ও শিশু পাচার বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, ইত্যাদি।
- **অন্যান্য:** বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, তালাকপ্রাপ্তা ও অসহায় নারীদের উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ, নারী উন্নয়ন ফোরাম এর নিয়মিত সভা আয়োজন ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ, ইত্যাদি।

২. উল্লিখিত বরাদ্দ দ্বারা সংশ্লিষ্ট উপজেলার নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। প্রকল্প প্রস্তাবনা নারী উন্নয়ন ফোরাম এর সভার মাধ্যমে আলোচনা পূর্বক উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে, যা পরবর্তীতে প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় আলোচনা পূর্বক অনুমোদিত হবে। উপজেলা পরিষদের অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় এ প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত হবে।

৩. এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩১/৫/১৫
লুৎফুন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৭২৩০
e-mail : lgd.upazila2@gmail.com

খ. নারী উন্নয়ন ফোরাম এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার লক্ষ্যে নির্দেশাবলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি)

নং ৪৬.০৪৫.০০০০.০১৪.০১৭.০৩১.২০১২-২৮০ তারিখ: ১২ জুন ২০১৪

বিষয়: 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার লক্ষে নির্দেশনাবলী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি) ও ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউপিজিপি) এর আওতায় গঠিত 'জেলা ও উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষে নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ/বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন:

- কমিটির স্থায়িত্বকাল: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর নির্বাহী কমিটির স্থায়ীত্বকাল হবে ফোরাম গঠিত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ২ বছর ৬ মাস। ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির সকল সদস্য তাদের ২ বছর ৬ মাস মেয়াদ পূর্ণ করবেন। তবে উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির ক্ষেত্রে ২০১৪ সালে নির্বাচনে বিজয়ী/বর্তমান উপজেলা নারী চেয়ার বা নারী ভাইস চেয়ার সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

- সদস্যের পদত্যাগ: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির কোন সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি বা সভাপতি'র অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র জমা দিবেন। পদত্যাগকৃত বা শূণ্য পদ পূরনের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে এ ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যদের ভোটে অথবা সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কোন সদস্যকে শূন্য পদে নির্বাচন করা যাবে।

- সমন্বয় সাধন: নারী উন্নয়ন ফোরাম এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে জেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম এর সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরামসমূহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবে। তবে এক্ষেত্রে সমন্বয়ের ধরন বা কৌশল কি হবে তা সংশ্লিষ্ট ফোরামসমূহ নির্ধারণ করবে।

- ব্যাংক হিসাব খোলা: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল নারী উন্নয়ন ফোরাম এর 'নারী উন্নয়ন ফোরাম.............. (জেলা/উপজেলার নাম) শিরোনামে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালনায় জেলা/উপজেলা পর্যায়ের তফসিলি ব্যাংকে একটি (সঞ্চয়ী/চলতি) হিসাব (Bank Account) খোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

- গঠনতন্ত্র প্রণয়ন: সংযুক্ত নমুনা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সকল নারী উন্নয়ন ফোরাম তাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সমাপ্ত করবে। ফোরাম এর নিজস্ব গঠনতন্ত্র প্রণয়নে প্রয়োজনে জেলা অথবা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

- প্রতিবেদন প্রাপ্তি: নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা ও উপজেলা হতে 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর দ্বি-মাসিক সভা, প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং অন্যান্য কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিএলজি, ডিডিএলজি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ বিশেষভাবে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

২. এমতাবস্থায়, উল্লিখিত নির্দেশনার আলোকে কার্যক্রমসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১২/৬/২০১৪
(মোঃ আকরাম-আল হোসেন)
যুগ্ম-সচিব (উপজেলা)
স্থানীয় সরকার বিভাগ ও
ফোকাল পার্সন
ইউজেডজিপি

বিতরণ:

০১. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
০২. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ...জেলা।
০৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... উপজেলা, ... জেলা
০৪. সভাপতি, নারী উন্নয়ন ফোরাম, ...জেলা
০৫. সভাপতি, নারী উন্নয়ন ফোরাম, ...উপজেলা, ... জেলা

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য:

০১. যুগ্মসচিব (ইউপি), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ফোকাল পার্সন, ইউপিজিপি।
০২. প্রজেক্ট ম্যানেজার, ইউজেডজিপি/ইউপিজিপি, ঢাকা।
০৩. ডিভিশনাল ফ্যাসিলিটেটর, ইউজেডজিপি, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
০৪. ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর, ইউজেডজিপি/ইউপিজিপি, কিশোরগঞ্জ/ব্রাহ্মণবাড়িয়া/সিরাজগঞ্জ/খুলনা/বরগুনা/সুনামগঞ্জ/রংপুর জেলা।
০৫. অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, ইউজেডজিপি/ইউপিজিপি মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬. অফিস কপি।

গ. নারী উন্নয়ন ফোরাম এর নিবন্ধন বিষয়ক চিঠি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট

স্মারক নং- ৪৬.০৪৫.০০০০.০১৪.০২৯.০০১.২০১৪-৬১৯ তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

বিষয়: স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে গঠিত 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর নিবন্ধিকরণ প্রসঙ্গে।

জনাব,
উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রকল্প' (ইউজেডজিপি) ও 'ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রকল্প' (ইউপিজিপি) এর যৌথ উদ্যোগে ২০১৩ সালে মোট ২১৪ টি (উপজেলা পর্যায়ে-১৯১ এবং জেলা পর্যায়ে-২৩) 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্ট উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার সকল নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে দিন ব্যাপী কর্মশালা এবং সরাসরি ভোট গ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে কার্যকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। উল্লিখিত নারী উন্নয়ন ফোরামসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করছে, যেমন-

- ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা'র সামগ্রিক কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা জোরদার করা।
- সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জেন্ডার সংবেদনশীল করা।
- অন্যান্য নাগরিক সংগঠনের সাথে নেটওয়ার্কিং ও যোগাযোগ স্থাপন করা।
- পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও জেন্ডার সমতায় ভূমিকা রাখা।
- সমাজে পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা এবং
- স্ব স্ব পরিষদ বা কাউন্সিলে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য স্থানীয় সরকার আইন-কানুন ও কার্যক্রম ভালভাবে অবহিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে নারীর স্বপক্ষে আইনী সংস্কারে অবদান রাখা, ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, নারী উন্নয়ন ফোরাম এর স্থায়ীত্ব, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রকল্প' (ইউজেডজিপি) ও 'ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রকল্প' (ইউপিজিপি) তাদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আগ্রহী। নারী উন্নয়ন ফোরাম এর সকল সদস্যগণ নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধি হওয়ায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। উপজেলার অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা কম/বেশি হওয়ায় প্রায় ৭০ শতাংশ নারী উন্নয়ন ফোরাম এর মোট সদস্য সংখ্যা ৩৫ এর নিচে রয়েছে, যা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধন শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেহেতু নারী উন্নয়ন ফোরামসমূহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভা) নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এবং উল্লিখিত পরিষদসমূহের কার্যক্রম জেন্ডার সংবেদনশীলকরণে আরো জোরালো ভূমিকা রাখছে তাই বিশেষ বিবেচনায় ৩৫ সদস্যের কম সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত ফোরামকে নিবন্ধন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ আকরাম-আল-হোসেন)
যুগ্ম সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ও
ফোকাল পার্সন
উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রকল্প

মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,
৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০